সপ্ত স্বর্ণ বিধি

1 যে হাতে টীকা দেয়া হয়েছে তা যত সম্ভব উন্মুক্ত রাখুন, এতে করে ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকাবে

2 এমন কাপড়চোপড় পরবেন যেটা টীকা দেয়ার স্থানে চেপে ধরবে না

3 টীকা দেয়ার স্থান হতে অল্প পুঁজ নিঃসৃত হলে শুকনো ব্যান্ডেজ লাগাবেন

4 টীকা দেয়ার স্থানে কোন প্রকার ক্রিম, ট্যালকাম পাউডার বা অন্যকিছুই লাগাবেন না

5 কোন প্রকার এন্টিবায়োটিক লাগাবেন না

6 টীকা দেয়ার দিন থেকেই স্নান/গোসল করা যাবে কিন্তু টীকা দেয়ার স্থান থেকে পুঁজ নিঃসৃত হলে সুইমিং পুল বা সমুদ্রে সাঁতার কাটা হতে বিরত থাকবেন

7 ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন যদিঃ

- যেস্থানে টীকা দেয়ার স্থানের আশপাশের ৩ সেমি জুড়ে ত্বক স্পর্শ করলে যদি শক্ত শক্ত মনে হয়
- হাঁটাচলা করতে যদি অস্বস্তিবোধ হয়
- বাহুর নিচে যেখানে টীকা হয়েছিল সেখানে খালি চোখে যদি কোন নরম ফুস্কুড়ি (পুঁজ) দেখা যায়

CENTRE HOSPITALIER LAVAL

বি,সি,জি টীকার ব্যাপারে তথ্য

যক্ষ্মা প্রতিরোধ কেন্দ্র, মায়েন
(CLAT ৫৩)

হাসপাতাল কেন্দ্র
৩৩ রু্য দিউ হোত রোশে
CS ৯১ ৫২৫
৫৩০০০ লাভাল
টেলিফোনঃ ০২ ৪৩ ৬৬ ৫০ ৫৫
ইমেলঃ clat53@chlaval.fr

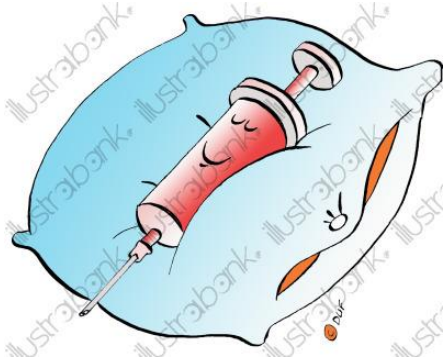

যক্ষ্মা

যক্ষ্মা একটি সংক্রামক রোগ যার মূল কারণ একটি ব্যাকটেরিয়া যার নাম বাসিল দ্য কোথ। এটি থুথু, কাশি, লালার ঘনঘন সংস্পর্শে একজন থেকে আরেকজনে ছড়িয়ে পড়ে।

এই রোগের লক্ষণ হল কফ-কাশি হওয়া, জ্বর, ক্লান্তি, অরুচি, ওজনহ্রাস, রাতে ঘামা

বি,সি,জি, টীকা

বিসিজি টীকার উদ্দেশ্য যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধ করা। ২০০৭ সাল থেকে এই টীকা প্রদান করা আর বাধ্যতামূলক নয়। যেসব শিশুর যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার আশংকা আছে তাদের জন্মের পরপর থেকে নিয়ে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে যক্ষ্মারোগের টীকা দিয়ে দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ।

- এই ভ্যাকসিন জীবিত কিন্তু ক্ষয়িত জীবাণুর সমন্বয়ে তৈরি
- এই ভ্যাকসিনের উদ্দেশ্য হল অল্প বয়সী শিশুদের গুরুতর যক্ষ্মারোগের প্রকোপ থেকে ৭৫% ক্ষেত্রে নিরাপদ রাখা (যক্ষ্মারোগ প্রসূত মেনিনজাইটিস, ফুসকুড়ি সমেত যক্ষ্মারোগ)
- এর মাধ্যমে এই রোগের ছড়িয়ে পড়া বা বিশ্বব্যাপী এর সংক্রমণ বন্ধ করা যাবে না
- যেসব শিশুর বয়স ৩ মাসের বেশী, টীকা দেয়ার আগে তাদের একটা যক্ষ্মারোগ সনাক্তকরণ পরীক্ষা (IDR) করিয়ে নেয়া বাধ্যতামূলক। বারবার IDR পরীক্ষা করানোর বা বিসিজি টীকা প্রদানের কোন আবশ্যকতা নেই।
- একই দিনে অন্য টীকার পাশাপাশি বিসিজি টীকা প্রদান করা যাবে

টীকা দানের নিয়ম

আপনার সন্তানের জন্মের সাথে সাথেই এবং বয়স ১৫ বছর হওয়ার আগেই টীকা দিয়ে দেয়া জরুরী যদিঃ

- আপনি ইল দ্য ফ্রান্সের বাসিন্দা হন (যে বিভাগের বাসিন্দাই হন না কেন বা আপনার জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন) অথবা গায়ানা বা মায়োটের অধিবাসী হয়ে থাকেন
- আপনার সন্তানের জন্ম এমন কোন দেশে হয়ে থাকে যেখানে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ সাংঘাতিক
- সন্তানের একজন অভিভাবকও এমন কোন দেশে জন্মে থাকেন যেখানে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ বেশী
- আপনার সন্তানকে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ বেশী এমন কোন দেশে অন্ততপক্ষে এক মাস পর্যন্ত থাকতে হয়
- আপনার সন্তানের পারিবারিক ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় যে কারও যক্ষ্মারোগ হয়েছিল
- ডাক্তার কর্তৃক এটা নির্ধারিত হয় যে আপনার সন্তানের যক্ষ্মারোগের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হবার আশংকা আছে

বি,সি,জি টীকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সাধারণত বিসিজি টীকা দেয়ার পর কোনপ্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়না যেমন জ্বর, ক্লান্তি। ইঞ্জেকশন দেয়ার পর ঐ স্থানে একটু ছোট ফোস্কার মত এবং ত্বক একটু লালচে হয়ে যেতে পারে কিন্তু যেটা মিনিট খানেক পরে এমনিতেই ঠিক হয়ে যায়।

প্রথম ৪৮ ঘন্টার মধ্যে একটা ফোস্কার মত হতে পারে (লালচে এবং চুলকানি উদ্রেককারী)

টীকা দেয়ার ৩ মাসের মধ্যে ঐ স্থানে চুলকানির উদ্রেক বা একটু পুঁজের মত বের হতে পারে। এই ক্ষত পুরোপুরি শুকাতে মাসখানেক লেগে যেতে পারে। আবার যে হাতে টীকা দেয়া হয়েছে সে হাতের বগলে একটু ফুলে যাওয়াও স্বাভাবিক।

টীকা দেয়ার স্থানে একটা স্থায়ী দাগ পড়বে এটাই নিয়ম